আরিচা লঞ্চ দুর্ঘটনা

উদ্ধারের নামে রসিকতা

আরিচার যমুনায় ডুবে যাওয়া এমভি রায়পুরা উদ্ধারের নামে পুরোপুরি নাটক করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। টানা ৫ দিন প্রহসন করে গত রবিবার রাতে দুর্ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছে উদ্ধারকারী যান রুস্তম। অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে অতিরিক্ত স্রোতের কারণে রায়পুরা উদ্ধারে ইস্তফা দিতে হয়েছে। কিন্তু সরেজমিনে দেখা গেছে, যমুনা ট্রান্সপোর্ট সংলগ্ন তীরের ১৫০ গজ দূরে প্রায় আড়াইশ' যাত্রী নিয়ে ডুবেছে এমভি রায়পুরা।

গত মাসেও সেখানে চর জেগেছিল। স্থানীয় মাঝিদের অভিমত, স্রোত কোনো বিষয় নয়। দুর্ঘটনায় মৃতদের অধিকাংশই ধানকাটা শ্রমিক। তাই সরকার লাশ উদ্ধারের কোনো প্রয়োজন মনে করেনি। একই ধরনের যুক্তি দিয়েছেন স্থানীয় শিবালয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোবারক হোসেন ও মেম্বার রফিকুল ইসলাম। মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার বিকালে কাজীরহাট থেকে ছেড়ে আসা এমভি রায়পুরা ডুবে যাওয়ার পর থেকেই উদ্ধারের নামে তামাশা শুরু হয়। নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মাহবুবুর রশীদের নেতৃত্বাধীন ডুবুরিদল পলি ভরাটের কথা বলে কাজে ইস্তফা দেয়। বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মকর্তারা বলেছেন, অত্যধিক স্রোতের কারণে বারবার রশি ছিঁড়ে যাচ্ছে বলে রুস্তমের কিছু করার নেই। সর্বশেষ গত শনিবার ১৪ ইঞ্চি মোটা কেবল ডুবন্ত লঞ্চে বেঁধে শেষ চেষ্টা চালানো হয়। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিরা উদ্ধার কাজের চ্যালেঞ্জ করলে নৌবাহিনী ও বিআইডব্লিউটিএ'র কর্মকর্তারা তাতে বাধা দেন। এসবের ভিত্তিতে বিষয়টি একেবারেই প্রমাণ হয় যে, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ আর 'মফিজ' মরেছে বলে কারও কোনো জবাবদিহিতা কিংবা উদ্ধার কাজে কোনো তৎপরতা নেই। তাদের ঢিলেঢালা কর্মকান্ডের জোর প্রতিবাদ জানিয়ে নিহতদের আত্মীয়স্বজন শনিবার বিকালে যমুনা পারে বিক্ষোভ করে। তারা রুস্তম পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিলে নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। শেষাবধি ক্ষুব্ধ মানুষ রুস্তমের উদ্দেশে ইট পাটকেল ছুঁড়লে কর্মকর্তারা হাত জোর করে ক্ষমা চান। কথা দেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তারা এমভি রায়পুরা উদ্ধার করবেন। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধারে কাউকে কিছু না জানিয়ে তাঁরা রায়পুরাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে পালিয়ে যান। উদ্ধারকারী যান দীর্ঘদিনের পুরনো হলেও দেড় তলা বিশিষ্ট এমভি রায়পুরা উদ্ধার তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু উদ্ধারের জন্য আপ্রাণ কোনো চেষ্টাই কেউ করেননি। একারণেই তারা রুস্তমকে 'বুড়ো' আখ্যা দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রুস্তমকে কোনো কাজেই লাগানো হয়নি।

সুপ্তি রহমান

সিইসি এম আজিজ
ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এম আজিজ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। গত ২৩ মে বিকেল ৫টায় প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জেআর মোদাসসের হোসেন বিচারপতি এম আজিজকে শপথ পড়ান। বিচারপতি আজিজ এমএ সাঈদের স্থলাভিসিক্ত হলেন।

বিচারপতি আজিজ বরিশালের আগৈলঝরা উপজেলার আম্বাল গ্রামে ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগে ১৯৬১ সালে বিএ (সম্মান) এবং ১৯৬২ সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে লন্ডনের ইনার টেম্পল থেকে বার এট ল ডিগ্রি লাভ করেন এবং হাইকোর্টে একজন আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

এম আজিজ ১৯৯৬ সালে হাইকোর্টের বিচারপতি হন এবং ২০০২ সালে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। নতুন সিইসি নিয়োগের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, জোট সরকার ভোট কারচুপির নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য দলীয় লোককে নিয়োগ দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সব বিরোধী দলকে সঙ্গে নিয়ে এ অগণতান্ত্রিক মনোনয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষা নির্বাচনের জন্য চাই নির্দলীয় নির্বাচন কমিশনার। বিরোধী দলগুলোর সাথে আলোচনা ছাড়াই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এ দেশের রাজনৈতিক সংকটকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

সাজেদুর রহমান